দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ...

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি করবে?

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর আগে এটি হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ নামে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ প্রতিষ্ঠান হতে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিএসসি, এজি কোর্স সমাপ্ত করে দক্ষ কৃষিবিদ হিসাবে সরকারী উষ্চ পর্যায়ে কর্মরত আছেন। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এ কলেজকে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই বছর একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে, বিএসসি, এজি বিভাগে প্রথম ব্যাচ হিসাবে ৪ জুলাই ১২৫ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০০-২০০১ সেশনে দ্বিতীয় ব্যাচ হিসাবে ১২৫ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু প্রথম ব্যাচের দীর্ঘ ১৭ মাস এবং দ্বিতীয় ব্যাচের ৭ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন রেজিষ্ট্রেশন প্রদান ও নিয়মিত পরীক্ষা নিতে পারেনি। বর্তমানে ২৫০ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত জীবন অনিশ্চিত। বিগত সরকার সপ্তম জাতীয় সংসদে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি ৮ জুলাই ২০০১ সালে পাস করে। ১৩ জুলাই সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রজ্ঞাপন জারির কাজটি প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রেশন প্রদান এবং নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রজ্ঞাপন জারি বিলম্ব হলে ২৫০ ছাত্রছাত্রীর দু'টি বছর নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হোক।

দীপ্ত, জাফর, টিপু, শুভ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর।